CHAPRA GOVERNMENT COLLAGE

Name- Selina Khatun.

Roll No-3111154-2239657.

Reg No-036169.

Session-2022-23.

SUB- SOCIOLOGY.

x—x—x—x—x—x—x—x—x—x—x

(সূচিপত্র)

১। ভূমিকা

২। জাতির সংজ্ঞা

৩। জাতির বৈশিষ্ট্য

৪। জাতিব্যবস্থায় পরিবর্তন

৫। জাতিব্যবস্থার কারণ

ভূমিকা (Introduction) :

ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় একটি অভিনব বৈশিষ্ট হিসাবে জাত-এর কথা বলা হয়। তবে সর্বাংশে অভিন্ন চেহারা-চরিত্র না হলেও অনুরূপ প্রভাব প্রতিক্রিয়া প্রশ্রয়কারী ব্যবস্থার অস্তিত্ব পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমাজ ব্যবস্থায়ও অল্পবিস্তর দেখা যায়। জাত ব্যবস্থাকে সাবেকি হিন্দু সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তবে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান অ-হিন্দু জনসম্প্রদায় সমূহের মধ্যে জাত ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল মুসলমান শিখ, ও খ্রিস্টান।

উৎসগত অর্থ : জাতের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'caste' ইংরেজি 'caste' শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ শব্দ 'কাস্টা' (casta) থেকে। কাস্টা শব্দটির অর্থ হল জাত, কুল প্রভৃতি। তবে ভারতবর্ষে জাতপ্রথা অর্থে 'জাত' শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন পর্তুগীজগন। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত 'জাত' অর্থেই পর্তুগীজরা 'caste' শব্দটি ব্যবহার করেছিল। ভগিনী নিবেদিতার মতানুসারে

জাতিপ্রথা ঃ

প্রথা = ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের ব্যক্তিবর্গকে তাদের জন্মসূত্রে এবং নির্ধারিত কর্মের ভিত্তিতে কিছু গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভাজন করার সুপ্রাচীন ব্যবস্থাটি হল জাতি ব্যবস্থা। এই গোষ্ঠীগুলি হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এর বাইরেও যে গোষ্ঠী তাদের বলা হত অস্পৃশ্য বা হরিজন বা জাতি

জাতির বৈশিষ্ট্য ঃ- হিন্দুসমাজের সনাতন বা ঐতিহাসিক জাতিভেদ প্রথার মধ্যে বহু বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

সামাজিক সচলতার অভাব ঃ- জন্মগত যোগ্যতার বিচারে জাত পরিবর্তন করা যায় না। জাতিগত আচার-বিচার বা রীতিনীতির অবমাননা করলে অবমাননাকারীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। অপর অপরাধী যদি গুরুতর প্রকৃতির হয়, তাহলে অপরাধীকে জাতচ্যুত হতে হয়।

বংশানুক্রমিতা ঃ বংশানুক্রমিতা জাতপ্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাতের অন্তর্ভুক্তি বংশানুক্রমিক ভাবে আরোপিত হয়ে থাকে। জাতব্যবস্থা জন্ম ভিত্তিক। ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হবে ব্রাহ্মণ। তেমনি আবার কর্মকার পরিবারে ভূমিষ্ঠ হলে সেই শিশু হবে কর্মকার।

অন্তর্বিবাহিক ঃ– জাত হল এক অন্তর্বিবাহিক (endogamous) গোষ্ঠী। অন্তর্বিবাহ অনুসরণ করা জনগোষ্ঠী হল জাত। বিবাহ ব্যাপারে স্বজাতের অভ্যন্তরে থাকিই অ-গোত্র, অ-পিণ্ড প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়।

জাত-পঞ্চায়েত ঃ আগেকার দিনে প্রত্যেক গ্রামেই প্রতিটি জাতের নিজস্ব জাত পঞ্চায়েত থাকত। জাতের পাঁচজন প্রবীণ ব্যক্তিকে নিয়ে এই জাত-পঞ্চায়েত গঠিত হয়। জাত-পঞ্চায়েতের অন্যান্য ~~বিশেষ~~ বিশেষ মর্যাদা ও বিশেষ অধিকার ভোগ করতেন

অস্পৃশ্যতাঃ প্রাচীন প্রথার সঙ্গে যুক্ত অস্পৃশ্যতার বিষয়টি আজও অনেক লোক মেনেই চলে। স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ছোঁয়া ছুঁয়ি যে ছিল তার যে সামাজিক আচরণের অবনতি দেখা যেত তা আজও অনেক স্থানে বিলুপ্ত। আর নিম্নবর্ণের মানুষেরা সমাজে আধুনিক শিক্ষিত, যুক্তিনির্ভর; মানবতাপ্রেমী। মানবতাবাদী বিজ্ঞানী মানুষ এই সমস্যার অনেক বিষয়টির অবলুপ্তি ঘটানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

পবিত্রতা রক্ষায়ঃ প্রাচীন প্রথার সাথে যুক্ত ধর্মীয় আচার-আচরণ যা পবিত্রতা রক্ষার বিষয় হিসাবে দেখা হত, পদ্ধতি ও ব্যবহার পরিবর্তিত হয়েছে। কোনো জাতিই আজ আর নির্ধারিত বিধি-পদ্ধতি হুবহু পালন করে না।

জাতিব্যবস্থায় পরিবর্তন (Changes in caste System) :

পরিবর্তনের প্রক্রিয়া :

ভারতে বিদেশী ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। স্বাধীন ভারতে বহু ও বিভিন্ন বিষয় সনাতন জাতব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রক্রিয়া আগেই শুরু হয়েছিল। তা ছাড়াও আরও কতকগুলি বিষয় হিন্দু সমাজের সাবেকী জাতপাতের প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে দেয়। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : আধুনিক শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার; পশ্চিমীকরণ প্রক্রিয়া; বাজার অর্থনীতির বিকাশ ও বিস্তার; বিভিন্ন আধুনিক বৃত্তির বিকাশ বিভিন্ন কাজে ব্যক্তিবর্গের আনুভূমিক সচলতা; ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন; বিভিন্ন প্রগতিমূলক আইন প্রণয়ন; ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার সার্থক ভূমিকা প্রভৃতি।

আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা ঃ সনাতন জাতিব্যবস্থায় বিভিন্ন বিষয় বা উপাদান অনেকাংশে পরিস্থিতি সুযোগে হিন্দুসমাজের সাবেকী জাতিব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এবং পুরুষানুক্রমিক পেশাগত বৈশিষ্ট্যে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া অস্পৃশ্যতা শুচিতা ও অশুচিতার ধারণা এবং আহারবিধি সম্পর্কে তথা পানের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ পরিবর্তিত হয়েছে। আবার জাত-পঞ্চায়েতে অধিকার আবেদ ক্ষমতারও পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সনাতন জাতিব্যবস্থার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কোনোরকম পরিবর্তন ঘটেনি। এই দুটি বৈশিষ্ট্য হল বংশগত ক্রমিক আসন পদ এবং ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস।

জাতিব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণ (Causes of change in the caste system) :

সনাতন ভারতের আধুনিক জাতিব্যবস্থায় বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের পিছনে বিভিন্ন কারণ কাজ করেছে।

শিল্পায়ন :— শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সূচনা সৃষ্টি এবং সংস্কৃতির প্রভাবে জাতিব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। ইংরেজ আমলেই ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং পাশ্চাত্য ধাঁচে শিল্প-কারখানার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থা কাজ শুরু করেছে। স্বাধীন ভারতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার আরও অধিকতর ত্বরান্বিত হয়েছে। অ-কৃষিমূলক বহু ও বিভিন্ন চাকরি-বাকরির সৃষ্টি হয়েছে। নির্বিচারে সকলের জন্য নতুন আর্থনীতিক সুযোগ-সুবিধা উন্মুক্ত হয়েছে। তার ফলে অতীতকালের সামাজিক উচ্চ জাতের ব্যক্তিবর্গের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বিশেষ ভাবে হ্রাস পেয়েছে। নতুন নতুন আর্থনীতিক সুযোগ সদ্ব্যবহারের

অনেক উপায়ে আমাদের এসেছে। বহু শিল্প-কারখানায় এবং অফিসের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতের মানুষ একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। তার ফলে জাতপাতের বন্ধন শিথিল বহুলাংশে আলগা হয়ে গেছে।

নগরায়ন ঃ- নগরায়নের প্রক্রিয়ার সূত্রপাতে বিভিন্ন জাতের বহু মানুষ শহরে এসেছেন। তারা একই এলাকায় বসতিতে, এমনকি অভিন্ন অট্টালিকায় বসবাস করছেন। স্বভাবতই জাত পাতের বিভিন্নতার বিধি নিয়ম-নিয়ন্ত্রণ উঠে যেতে বসেছে।

পাশ্চাত্যায়ন ঃ- পাশ্চাত্যায়ন প্রক্রিয়ার সূত্রে বহুবিধ আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। তার স্বাভাবিক ফল স্বরূপ হিসাবে ব্যক্তিবর্গ বর্তমানে জাতপাতের বাধা নিষেধ বহু ক্ষেত্রে অবলীলায় অতিক্রম করছে। মানুষজনের মধ্যে সাম্য-মৈত্রী সহনশীলতা বেড়ে চলেছে বিশেষ ভাবে। তার স্বাভাবিক পরিণাম উদার মানবতা-সহানুভূতি এবং অস্পৃশ্যতা দূরীভূত